সমকাল

তারিখ ...19 NOV 2016...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকরা আর কত অবহেলিত হবেন?

মু. হেলাল উদ্দীন বিশ্বাস

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শত শত বছর থেকে এ দেশে শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। শিক্ষাগুরু হিসেবে শিক্ষকরা দেশ, সমাজ ও জাতির কাছে নমস্য ব্যক্তি। শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পর থেকে প্রণামী বা গুরুদক্ষিণা দেওয়ার রেওয়াজ এ দেশে নেই বললেই চলে। কিন্তু বেঁচে থাকার অধিকার থেকে তারা অবহেলিত হয়ে আসছেন দিন দিন। প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষকরা মানুষ সৃষ্টি করছেন বলেই আজকের সভ্যতার ক্রমবিকাশে এত উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষকরা অকৃপণভাবে শিক্ষা দিয়ে আসছেন বলেই কেউ রাষ্ট্রনায়ক, সরকারপ্রধান, বড় মাপের ক্যাডার কর্মকর্তা বা সমাজপতি হয়েছেন। মূল কথা হলো– সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। কিন্তু যারা আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত সেই মানুষটিকে যদি শিশুকাল থেকে সুশিক্ষায় শিক্ষা না দিতেন তাহলে আজ সেই মানুষই কোন শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হতেন, তা একটু ভেবে দেখা উচিত। অথচ এ সমাজে প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজপতিরা সব সময় শিক্ষকদের সুখ-দুঃখের কথা অনুধাবন করেও প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা না করে অবহেলার পাত্রে রেখে দিয়েছেন।

আমাদের দেশে শাসক দলের সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের আলোচনা হয়; কিন্তু শাসক দলের পরিবর্তন হলে আলোচনাও পরিবর্তন হয়ে যায়। এক দল যখন বিরোধী থাকে তখন শিক্ষক সমাজের সব অবস্থা দেখবে বলে আওয়াজ তোলে। ক্ষমতায় গেলে দেখা তো দূরের কথা, একজন শিক্ষকের ন্যায্য পাওনাটুকুও আদায়ের জন্য রাজপথে নেমে আসতে হয়।

একজন অধ্যক্ষ, একজন প্রধান শিক্ষক এবং

একজন পিওনের বাসা ভাড়া ১০০ টাকা। সম্প্রতি শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য ৫ গুণ বাসা ভাড়া বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। এটি কি শিক্ষকদের জন্য সম্মানজনক, নাকি অবহেলার? একজন অধ্যক্ষের সঙ্গে একজন পিওনের বাসা ভাড়া কি এক হতে পারে?

শিক্ষক নিবন্ধনের পরীক্ষায় পাস করে শিক্ষকতা পেশায় আসার চেষ্টা করেন বা আসেন অথবা একজন শিক্ষক এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যান, সেখানে যোগদানের দিন থেকে বেতন-ভাতাদি পাওয়ার নিয়ম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তদবিরের কারণে একজন শিক্ষক যোগদান থেকে ভাতাদি পাচ্ছেন আবার তদবিরের অভাবে তিন থেকে ছয় মাস পর বকেয়া ছাড়াই বর্তমান মাস ধরে ভাতাদি দেওয়া হচ্ছে। দুঃখের বিষয়, অভিজ্ঞতা/টাইমস্কেল অথবা পরবর্তী স্কেল যখন ধরা হয় তখন এক এমপিও থেকে অথবা এক স্কেলের তারিখ থেকে গণনা করা হয়। তাহলে তদবিরের অভাবে যারা যোগদান থেকে অভিজ্ঞতা ও টাইমস্কেল পেলেন না তাদের অপরাধ কী?

আমরা বর্তমান সরকারকে শিক্ষকবান্ধব সরকার বলি। সবার জন্য বৈশাখী ভাতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা আজও সে ভাতা থেকে বঞ্চিত-অবহেলিত। উৎসব যদি সবার হয়– প্রাপ্য ভাতা কারও হবে কারও হবে না কেন?

অষ্টম জাতীয় স্কেল ঘোষণার পর শিক্ষক সমাজকে অনেক দেন-দরবার করে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়েছে। জাতীয় স্কেল আর ঘোষণা করা হবে না। প্রতি বছর ৫% প্রবৃদ্ধি প্রদান করা হবে। আজ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ৫% প্রবৃদ্ধি পেয়েছেন; কিন্তু বেসরকারি শিক্ষক সমাজ এখানে অবহেলিত হয়ে প্রহর গুনছে আর শিক্ষক সংগঠনের নেতারা কেন্দ্রে বসে অফিসে অফিসে ধরনা দিচ্ছেন।

আইএলও এবং ইউনেস্কোর নীতিমালায় উল্লেখ আছে– সমযোগ্যতা ও সমঅভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষকরা সরকারের নীতিমালার আওতায় বেতন-ভাতাদি পাবেন এবং দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার মানদণ্ডে এ নীতি প্রণয়ন করা হবে। অথচ এ নীতি এ দেশেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সঙ্গে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। শিক্ষক সমাজের দুর্ভাগ্য ও অবহেলার বিষয় এটাই যে, খণ্ডিত উৎসব বোনাস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়, যা বিশ্বের কোনো দেশেই নেই।

শিক্ষকদের অবসরে যাওয়ার পরই তাদের প্রাপ্য ভাতাদি পাওয়ার কথা কিন্তু অনেক শিক্ষক মানবেতর জীবন যাপন করছেন। বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে তাদের অবসর ভাতা ও কল্যাণ তহবিলের অর্থ পাচ্ছেন না।

সরকারি-বেসরকারি নীতির মধ্যে ৯০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মানুষ করার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলছেন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। তাদের যদি নানা সমস্যায় মেরুদণ্ড ভেঙে যায় তাহলে 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'– এর তাৎপর্য উপলব্ধি কীভাবে করা যাবে?

শিক্ষক, বরিশাল সদর, বরিশাল